সমকাল

তারিখ ... 07 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

সাক্ষরতার হার ৬৪ থেকে কমে ৬১ শতাংশ

■ বিশেষ প্রতিনিধি

দেশের সাক্ষরতার হার এখন মাত্র ৬১ শতাংশ। গত বছর এ হার ছিল ৬৪ শতাংশ। এ হিসাব এ বছর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। সরকারি এই তথ্য অনুসারে, মাত্র এক বছরেই দেশে সাক্ষরতার হার কমেছে ৪ শতাংশ। সরকারি নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

সাক্ষরতার হার ৬৪ থেকে কমে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

কিছুতেই কমানো যাচ্ছে না। সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগ নিয়েও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাক্ষরতা কার্যক্রমকে সামনে এগিয়ে নেওয়া যাচ্ছে না। আবার প্রকৃত সাক্ষরতা, বয়স্ক সাক্ষরতা ও নারী সাক্ষরতার হার ও সংখ্যা নিয়েও বিভ্রান্তি চরমে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে তথ্যের বিরাট ফারাক রয়েছে। আবার সরকারি বিভিন্ন সংস্থার তথ্যও ভিন্ন ভিন্ন। আর সাক্ষরতার প্রকৃত হার নির্ণয় করতে ব্যর্থ হওয়ায় লক্ষ্য অর্জন নিয়েও রয়েছে চরম সংশয়। এমনই অবস্থার মধ্য দিয়ে আগামীকাল মঙ্গলবার দেশে পালিত হতে যাচ্ছে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস'। এ বছর এ দিবসের প্রতিপাদ্য– 'সাক্ষরতা আর দক্ষতা, টেকসই সমাজের মূল কথা'।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর তথ্য মতে, দেশে সাক্ষরতার হার ৫৯ দশমিক ৮২ শতাংশ। তবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার গতকাল রোববার জানিয়েছেন, দেশে সাক্ষরতার হার ৬১ শতাংশ। যা গত বছর ৬৫ শতাংশ ছিল বলে জানিয়েছিলেন তিনি। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন উপলক্ষে গতকাল রোববার সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী বলেন, '২০১৩ সালে পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী সাক্ষরতার হার ৬১ শতাংশ।'

গত বছর সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এমনই এক সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী বলেছিলেন: 'বাংলাদেশের ৬৫ শতাংশ মানুষ স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। আর নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা আড়াই কোটি।'

গতকাল পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ তুলে ধরে মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার জানান, দেশে পাঁচ থেকে নয় বছর বয়সীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ১৬ দশমিক ৪৩ শতাংশ। ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সীদের মধ্যে ৬৭ দশমিক ৩৮ শতাংশ সাক্ষর। ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের সাক্ষরতার হার ৮২ দশমিক ১৭ শতাংশ, ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে ৭৫ দশমিক ০৯ শতাংশ এবং ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ ৭৮ দশমিক ৬৩ শতাংশ।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী জানান, আগামীকাল ৮ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

মন্ত্রী বলেন, 'দেশে সাত বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৫৪ দশমিক ১৯ শতাংশ, ১৫ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে ৫৯ দশমিক ৮২ শতাংশ এবং ২৫ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে ৫২ দশমিক ৭৫ শতাংশ মানুষ সাক্ষর। তিনি বলেন, 'নিরক্ষরতা দূরীকরণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মাধ্যমে সারাদেশে ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষরতা দেওয়া হবে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকরা প্রতি জেলায় চারটি করে এনজিও নির্ধারণ করবেন।'

আগামী দু-এক মাসের মধ্যেই উপবৃত্তিধারীদের সংখ্যা এক কোটি ৩০ লাখে উন্নীত করা হবে জানিয়ে মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষায় বর্তমানে ৭৮ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।' সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব মেছবাহ উল আলম উপস্থিত ছিলেন।